চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তবৃন্দের নিকট নিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশার্থ শ্রীগৌরসুন্দরের কৌশল, শ্রীবাসকে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে মহাপ্রভুর আদেশ, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-শ্রবণে নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা এবং বিবিধ সাত্ত্বিক বিকার, মহাপ্রভু-কর্তৃক নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে ধারণ; মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের ইঙ্গিতে আলাপ, নিতাই কর্তৃক মহাপ্রভুর অবতার-মর্ম-প্রকাশ এবং গ্রন্থকার কর্তৃক নিত্যানন্দের মহিমা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নন্দনাচার্য ভবনে নিত্যানন্দের আগমন ও অবস্থান জানিয়া মহাপ্রভু স্বগণসহ তথায় গমনপূর্বক নিত্যানন্দকে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলে বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা নিজ নিত্যসেব্য শ্রীগৌরসুন্দরের রূপাদি আস্বাদন-লীলা করিতে থাকিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা-প্রকাশার্থ শ্রীবাসকে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত একটী শ্লোক পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাসূচক একটী শ্লোক পাঠ করিবা মাত্র প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীবাস পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ শ্লোক পাঠ করিতে থাকিলে কিয়ৎকাল পরে নিত্যানন্দ প্রভু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার শ্লোক শ্রবণপূর্বক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইলেন। সকলে ভীত হইয়া কৃষ্ণসকাশে তদ্‌রক্ষার্থ প্রার্থনা করিতে থাকিলেন। ভাবাবেশে নিত্যানন্দের বিবিধ আঙ্গিক বিকার প্রকাশ পাইলে সকলে সেই অদ্ভুত প্রেমানন্দ-দর্শনে পুলকিত হইয়া নিত্যানন্দকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইলে মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দকে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিত্যানন্দ বাহ্য প্রাপ্ত হইলে বৈষ্ণবগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ-প্রভাব-জ্ঞাতা গদাধর বিপরীত ভাব দেখিয়া অর্থাৎ যে নিত্যানন্দ অনন্ত-রূপে দশদেহে গৌরসুন্দরের সেবা করেন, তিনিই আজ মহাপ্রভুর ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যে নিত্যানন্দের গূঢ় চরিত্রের বিষয় প্রকাশ করিলেন। উভয়ের পরস্পর ইঙ্গিতে অনেক আলাপ হইবার পর, কোন্‌স্থান হইতে নিত্যানন্দের শ্রীনবদ্বীপে শুভ-বিজয় হইল, তদ্বিষয়ে মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে নিত্যানন্দ প্রভু নিজ তীর্থভ্রমণ রহস্য-জ্ঞাপন-মুখে মহাপ্রভুর অবতার-মর্ম প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ মহাপ্রভুই যে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন, নিজ ঔদার্যবিগ্রহ নবদ্বীপে অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা নিজমুখে ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের পরস্পর আলাপ-শ্রবণে ভক্তগণ নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ের আলাপের মর্ম অবগত না হইলেও বুঝিলেন যে, উভয়ে দীর্ঘকালের পরিচিত এবং উভয়েই সেব্য বিগ্রহ। নিত্যানন্দ প্রভু বিষয়জাতীয় বিগ্রহ হইলেও নিত্যকাল বহুপ্রকারে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ-কৃপা ব্যতীত গৌরসুন্দরের সেবায় অধিকার লাভ হয় না। নিত্যানন্দ প্রভু গৌরসুন্দরের অভিন্নতনু। যাঁহারা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিসাগরে নিমজ্জিত হইবার বাঞ্ছা করেন, শ্রীনিত্যানন্দের চরণসেবাই তাঁহাদের অভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়।

জয় জয় জগৎজীবন গৌরচন্দ্র।
অনুক্ষণ হউ স্মৃতি তব পদদ্বন্দ্ব।।ধ্রু।।

গৌরদর্শনে নিত্যানন্দের অবস্থা—

নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর।।১।।
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
একদৃষ্টি হই' বিশ্বম্ভর-রূপ চায়।।২।।

নিত্যানন্দের আঙ্গিক-চেষ্টার প্রকার—

রসনায় লিহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ।।৩।।
এই মত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত।
না বলে, না করে কিছু, সবেই বিস্মিত।।৪।।

নিত্যানন্দকে প্রকাশ করিতে গৌরচন্দ্রের কৌশল—

বুঝিলেন সর্ব-প্রাণনাথ গৌর-রায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিলা উপায়।।৫।।
ইঙ্গিতে শ্রীবাস-প্রতি বলিল ঠাকুরে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে।।৬।।
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি' শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক পড়িল ত্বরিত।।৭।।

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।২১।৫)—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌গীতকীর্ত্তিঃ।।৮।।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা-স্মারক শ্লোক শ্রবণে নিত্যানন্দের অঙ্গ-বিকার—

শুনি' মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা—নাহিক চেতন।।৯।।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
"পড়, পড়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়।।১০।।
শ্লোক শুনি' কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।১১।।
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি' বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি' সিংহনাদ।।১২।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

গৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ যেন জিহ্বাদ্বারা তাহা লেহন, চক্ষুর্দ্বারা তাহা পান, হস্তদ্বয়-দ্বারা তাহা আলিঙ্গন এবং নাসিকা-দ্বারা গৌরের অঙ্গ-গন্ধ আস্বাদন করিবার চেষ্টা-লীলা দর্শন করিলেন।।৩।।

সকলের হৃদয়াধিপতি গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের সেবাপ্রবৃত্তি হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ-স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য হৃদয়ে উপায় উদ্ভাবন করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে কৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা-সূচক শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন।।৫।।

অন্বয়। (শ্রীকৃষ্ণঃ) বর্হাপীড়ং (বর্হাণাং শিখিপুচ্ছানাং আপীড়ঃ শিরোভূষণ তং তথা) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং (পুষ্পবিশেষং) কনক-কপিশং (কনকবৎ কপীশং অর্থাৎ পীতং) বাসঃ (বস্ত্রং) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং তদাখ্যাং) মালাং নটবরবপুঃ চ বিভ্রৎ (ধারয়ন্) অধরসুধয়া বেণোঃ রন্ধ্রান্ (ছিদ্রাণি) আপূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ গীতকীর্ত্তিঃ (স্তুতমাহাত্ম্যঃ সন্) স্বপদরমণং (স্বপদয়োঃ নিজচরণয়োঃ রমণং রতিঃ নটনং বা যস্মিন্ তৎ) বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ।।৮।।

অনুবাদ। তৎকালে নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীত-বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী-মালা ধারণ করিয়া অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজ পাদপদ্মের রতি বা লীলাস্থলী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছিলেন।।৮।।

অলক্ষিতে,----লোকের লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া। দ্রষ্টৃগণ পূর্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, শ্লোকে-শ্রবণে তাদৃশ অবস্থা ঘটিবে।

অন্তরীক্ষে,----ভূমির উপরিভাগে, শূন্য-প্রদেশে অর্থাৎ লাফ দিয়া।।১৩।।

অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে, কিবা' চূর্ণ হৈল হাড়।।১৩।।

আঙ্গিক বিকার-দর্শনে বৈষ্ণবগণের ভীতি—

অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" সবে সঙরয়।।১৪।।

নিত্যানন্দের পুনর্বার বিবিধ অঙ্গবিকার—

গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে।।১৫।।
বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি' ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দে, ক্ষণে ক্ষণে মহা-হাস।।১৬।।
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে নত, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে যোড়-যোড়-লম্ফ দেই দেখি ভাল।।১৭।।

নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ-দর্শনে গণসহ মহাপ্রভুর হর্ষাশ্রু—

দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র।।১৮।।

নিত্যানন্দকে ধরিয়া রাখিতে বৈষ্ণবগণের অসামর্থ্য—

পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সবাই-কেহ নারে ধরিবার।।১৯।।

বৈষ্ণবগণ অকৃতকার্য হওয়ায় মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে ধারণ—

ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব-সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে।।২০।।

মহাপ্রভুর ক্রোড়ে গমনমাত্র নিত্যানন্দের স্থৈর্য—

বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ।।২১।।
যার প্রাণ, তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া।।২২।।

দুই প্রভুর প্রেমলীলাদর্শনে রামলক্ষ্মণের সহিত গৌর নিতাইর উপমা—

ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে-হেন রাম-কোলে।।২৩।।
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি' কাঁদে গৌরচন্দ্র।।২৪।।
কি আনন্দ-বিরহ হইল দুই জনে।
পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।।২৫।।
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা।।২৬।।

নিতাইর বাহ্যপ্রাপ্তিতে ভক্তগণের হর্ষধ্বনি—

বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করে সর্ব-গণে।।২৭।।

দুই প্রভুর বিপরীত ভাবদর্শনে গদাধরের হাস্য—

নিত্যানন্দ কোলে করি' আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি' মনে হাসে গদাধর।।২৮।।
"যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব চূর্ণ—কোলের ভিতর।।"২৯।।

বাহুতাল,----কুস্তির আখড়ায় বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান অথবা আক্রমণ করিবার উপক্রমকালে বাহুর উপরে করতল দ্বারা আঘাত।

যোড়-যোড়-লম্ফ অর্থাৎ যুগ্মপদে লম্ফ; পাঠান্তরে যোড় যোড় লম্ফ----অশ্বের ন্যায় লম্ফ প্রদান অথবা শব্দমুখে লম্ফপ্রদান।।১৭।।

অনিবার,----যাহা নিবারণ করা যায় না।।১৯।।

রামচন্দ্র যেরূপ শক্তিশেল ক্লিষ্ট লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে প্রেমবিহ্বল ও নিষ্পন্দ অবস্থায় অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে প্রেমভক্তি শরের ন্যায় কার্য করিয়াছে।।২৩-২৪।।

নিত্যানন্দ-প্রভুকে গৌরসুন্দরের কোলে দেখিয়া গদাধরের বিস্ময় উৎপন্ন হইল। কোথায় নিত্যানন্দপ্রভু গৌরসুন্দরকে বহন করিয়া সেবা করিবেন, না তৎপরিবর্তে এস্থলে গৌরসুন্দরের নিত্যানন্দ ধারণ বিচার-বৈপরীত্য সাধন করিয়াছে।।২৮।।

গদাধর ও নিত্যানন্দ পরস্পরের প্রভাব-জ্ঞাতা—

নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা-গদাধর।
নিত্যানন্দ—জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর।।৩০।।

নিত্যানন্দ-দর্শনে ভক্তগণের তন্ময়তা—

নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন।।৩১।।

নিত্যানন্দ ও গৌরসুন্দরের পরস্পরের দর্শনে আনন্দাশ্রু—

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি'।
কেহ কিছু নাহি বলে, ঝরে মাত্র আঁখি।।৩২।।
দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হরিষ হইলা।
দোঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা।।৩৩।।

চারি বেদের সার–ভক্তিযোগ—

বিশ্বম্ভর বলে,—''শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ–চারিবেদ-সার।।৩৪।।

গৌরের নিত্যানন্দ-স্তুতি—

এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জন হুহুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বরশক্তি বই হয় আর।।৩৫।।
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনকালে।।৩৬।।
বুঝিলাম—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি।
তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি।।৩৭।।
তুমি কর চতুর্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র।।৩৮।।
তোমা দেখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন।।৩৯।।
তিলার্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়।।৪০।।
বুঝিলাম—কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি' দিলেন আমার।।৪১।।
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেমধন।।''৪২।।
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে—নাহি অবসর।।৪৩।।

দুই প্রভুর ইঙ্গিতে আলাপ—

নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ।।৪৪।।
প্রভু বলে,—''জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন্ দিক হইতে শুভ করিলে বিজয়?''৪৫।।

গদাধর—গৌরসুন্দরের নিতান্ত নিজ শক্তি; সুতরাং তিনি গৌর-সেবক নিত্যানন্দের বিচিত্র প্রভাব অবগত আছেন। নিত্যানন্দও গদাধরের হৃদয়ভাব ন্যূনাধিক অবগত আছেন।।৩০।।

ভক্তিযোগই চারিবেদের উদ্দিষ্ট ও নির্যাসরূপ। বেদশাস্ত্র ভক্তিকেই একমাত্র 'সার' বলিয়া নির্দেশ করেন। জীবের পূর্ণজ্ঞানোদয় হইলে তাঁহার আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তির উদয় হয়। সেবাময় চিত্তই ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞানলাভ করিয়া সেবাময় হইয়া অবস্থিত হয়।।৩৪।।

নিত্যানন্দের এই প্রকার সেবা-প্রবৃত্তিমুখে মানসিক ও আঙ্গিক-বিকার-দর্শনকারী সৌভাগ্যবান্ সেবককে কৃষ্ণ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।।৩৬।।

গৌরসুন্দর আবেশভরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিত্যানন্দের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"তুমি ভগবানের পূর্ণশক্তি সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ। তোমার সেবা করিলেই জীবগণের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়। হে নিত্যানন্দ, তুমি সত্য, জন, মহঃ, তপঃ, ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর-এই সপ্ত ব্যাহৃতি ও অতলাদি সপ্তলোক অনায়াসে পবিত্র করিতে সমর্থ। তোমার অনুষ্ঠান—জীবের চিন্তার অতীত। তোমার গুপ্ত ভাবসমূহ—জীবের দুষ্প্রবেশ্য। তোমার তত্ত্ব অবগত হইতে কেহই সমর্থ নহে। তুমি—সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেমভক্তিস্বরূপ মূর্ত-বিগ্রহ। অল্পক্ষণের জন্য যিনি তোমার সঙ্গলাভ করেন, তাঁহার কোটি পাপ থাকিলেও তাঁহাকে 'মন্দভাগ্য' বলা যাইবে না। পাপী হইয়াও তিনি সৌভাগ্যবান্। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার সাক্ষাৎকার করাইয়াছেন। তোমাকে যে ভজন করিবে, তাহারই কৃষ্ণপ্রেমধন লভ্য হইবে। আমি যখন তোমার পাদপদ্মদর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তখন আমারও বিশেষ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে।।"৩৭-৪৩।।

শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম-বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল।।৪৬।।
'এই প্রভু অবতীর্ণ জানিলেন মর্ম্ম।
করযোড় করি' বলে হই' বড় নম্র।।৪৭।।
প্রভু করে স্তুতি, শুনি' লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া।।৪৮।।

নিত্যানন্দমুখে প্রভুর অবতার-মর্ম প্রকাশ—

নিত্যানন্দ বলে,—'' তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক।।৪৯।।
স্থানমাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল-লোক-ঠাঞি।।৫০।।
সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব, কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত ?৫১।।
তারা বলে,—' কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি' গিয়াছেন কতেক দিবসে।।'৫২।।
নদীয়ায় শুনি' বড় হরি-সংকীর্তন।
কেহ বলে,—'এথায় জন্মিলা নারায়ণ।।''৫৩।।
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইলুঁ মুঞি পাতকী এথায়।।''৫৪।।

মহাপ্রভুর পুনর্বার নিত্যানন্দ-স্তুতি—

প্রভু বলে,—'' আমরা-সকল ভাগ্যবান্।
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান।।৫৫।।
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারিধারা।।''৫৬।।

ভক্তগণের কথামুখে ভাবপ্রকাশ—

হাসিয়া মুরারি বলে,—'' তোমরা তোমরা।
উহা ত' না বুঝি কিছু আমরা সবারা।।''৫৭।।
শ্রীবাস বলেন,—'' উহা আমরা কি বুঝি ?
মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি।।''৫৮।।
গদাধর বলে,—'' ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি, যেন রামলক্ষ্মণ-চরিত।।''৫৯।।

ঠারে-ঠোরে,----ইঙ্গিতে, স্পষ্টকথা না বলিয়া, ইসারায়।।৪৪।।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,----''শ্রীপাদ, তুমি কোথা হইতে এখানে শুভাগমন করিলে ?''৪৫।।

ব্যপদেশে,----ছলনায়, ইঙ্গিতে।।৪৮।।

নিত্যানন্দ বলিলেন,----''আমি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু যে যে স্থানে কৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে, তথাকার সকল স্থানই কৃষ্ণশূন্য দেখিলাম। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ''স্থানগুলি, সিংহাসনগুলি খালি পড়িয়া রহিয়াছে কেন ? ইহার উপবেশনকারী কৃষ্ণ এই স্থান ও সিংহাসন ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন ?''৪৯-৫১।।

জিজ্ঞাসা করায় ভাল লোকেরা বলিল,----''কৃষ্ণ মাথুরমণ্ডল ছাড়িয়া গৌড়দেশে নবদ্বীপমণ্ডলে গিয়াছেন। তিনি দিন-কএক পূর্বে গয়া আসিয়াছিলেন, তথা হইতে পুনর্বার নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।।''৫২।।

নিত্যানন্দ বলিলেন,----''আমি পাপভারে খিন্ন। লোকমুখে শুনিয়াছি যে, নারায়ণ নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিসঙ্কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া পতিত আমি ত্রাণকামী হইয়া তোমার নিকট এখানে আসিয়াছি।।''৫৩-৫৪।।

প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,----''আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তোমার ন্যায় ভগবৎসেবকের এখানে আগমনে এবং তোমার আনন্দাশ্রুদর্শনে আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।''

উপস্থান,----উপ (সমীপে) + স্থ (থাকা) + অন্ (ভাবে----অনট্) উপস্থিতি, সমীপে আগমন।।৫৫-৫৬।।

মুরারী হাস্য করিয়া বলিলেন,----''গৌর ও নিত্যানন্দের মধ্যে যে-সকল কথোপকথন হইল, তাহা উঁহারাই পরস্পর বুঝিলেন, আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।''

আমরা সবারা,----আমরা সকলে।।৫৭।।

শ্রীবাস বলিলেন,----''আমরা ইঁহাদের (মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের) উভয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। যেরূপ পূর্বকালে হরি-হর পরস্পরের পূজা বিধান করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, এখানকার অবস্থাও তাহাই।।''৫৮।।

কেহ বলে,—"দুইজন যেন দুই কাম।'
কেহ বলে, —"দুইজন যেন কৃষ্ণ-রাম।।"৬০।।
কেহ বলে,—"আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ-কোলে যেন 'শেষ' আইলা আপনি।।"৬১।।
কেহ বলে,—"দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহপরিপূর্ণ।।"৬২।।
কেহ বলে,—"দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারেঠোরে কয়।।"৬৩।।
এই মত হরিষে সকল-ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন।।৬৪।।

নিতাই-গৌরের সাক্ষাৎ-লীলার ফলশ্রুতি—

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন।।৬৫।।

নিত্যানন্দের বিবিধ সেবা—

সঙ্গী, সখা, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন।।৬৬।।
নানারূপে সেবে প্রভু আপন-ইচ্ছায়
যারে দেন অধিকার, সেই জন পায়।।৬৭।।

নিত্যানন্দ-চরিত্র মহাদেবেরও অবোধ্য—

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব।।৬৮।।

নিত্যানন্দ-নিন্দার ফল—

না জানিয়া নিন্দে' তাঁ'র চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ।।৬৯।।

গ্রন্থকারের লালসাময়ী প্রার্থনা—

চৈতন্যের প্রিয় দেহ—নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ—এই মনস্কাম।।৭০।।

নিতাইর কৃপাবলে চৈতন্যভক্তি-লাভ—

তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি।।৭১।।

গদাধর বলিলেন,----শ্রীবাস পণ্ডিত ভালই বলিয়াছেন। আমিও বুঝিতেছি যে, রামলক্ষ্মণের পরস্পর সম্মেলনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, ইহাও তদ্রূপ।।৫৯।।

কেহ কেহ বলিলেন,----"শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-যেন উভয়েই কামদেব,----জগতের সকল সৌন্দর্যের ও সর্বগুণের আধার-স্বরূপ।" আবার কেহ বলিলেন,----'ইঁহারা উভয়েই কৃষ্ণ ও বলরাম।।"৬০।।

কেহ কেহ বলিলেন,----"আমরা অধিক কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে হইতেছে, যেন কৃষ্ণের অঙ্কে ভগবান্ 'শেষ' স্বয়ং আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছেন।।"৬১।।

কেহ কেহ বলিলেন,----ইঁহাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব কৃষ্ণার্জুনের সখ্যভাবের ন্যায় পরস্পর স্নেহসিক্ত।।"৬২।।

অপর কেহ কেহ বলিলেন,----"দুই জনের পরস্পর এইরূপ মিল যে, ইঁহাদের পরস্পরের স্নেহ বাহিরের লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারে না; কতকগুলি উদ্দেশক ইঙ্গিতমাত্র দেখিতেছি।।"৬৩।।

নিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অন্য কেহই গৌরসুন্দরের সঙ্গী, বন্ধু, ভ্রাতা, আতপনিবারক ছত্র, বিশ্রামদায়িনী শয্যা এবং অভিগমনোপযোগী যান হইতে পারেন না। একমাত্র তিনিই সর্বতোভাবে গৌরসুন্দরের সেবা করিতে সমর্থ। "ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপধান, বসন। ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন।। এত মূর্তি ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।" (----চৈঃ চঃ আ ৫।১২৩-১২৪)।।৬৬।।

ইঁহার কৃপা হইলেই শ্রীগৌরসেবায় জীবের অধিকার হয়। তিনি সকল সেবার অধিকারী, তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত সেবাতেই অন্যের অধিকার-লাভ সম্ভব।।৬৭।।

নিত্যানন্দপ্রভুর সেবা-মহিমার পরিধি জানিবার সাধ্য মহাদেবের পর্যন্ত নাই। যদিও রুদ্রদেব----ঈশ্বরবস্তু এবং মহা-সংযত, তথাপি তিনিও প্রভু নিত্যানন্দের ন্যায় সর্বতোভাবে গৌরের প্রতি সেবা-বিধানে অসমর্থ।।৬৮।।

নিতাই-গৌরের অভেদত্ব—

'রঘুনাথ', 'যদুনাথ'—যেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ—'নিত্যানন্দ', 'বলদেব'।।৭২।।

ভক্তিকামীর নিতাই-ভজনে অভীষ্ট লাভ—

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে।।৭৩।।

অধ্যায়ের ফলশ্রুতি—

যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠীরে তারে বর-দাতা বিশ্বম্ভর।।৭৪।।
জগতে দুর্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য-সবার ধনপ্রাণ।।৭৫।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৭৬।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-মিলনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

যাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর দুরধিগম্য-লীলা অনুগমন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সেবারহিত হয় এবং তাঁহাকে নিন্দা করে, তাহাদের কোন ভাগ্যে বিষ্ণুভক্তি লাভ হইলেও তাহাতে বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত হয়।।৬৯।।

পাঠান্তরে,----প্রিয় সেহ। প্রিয় দেহ' পাঠে----'অভিন্ন বিগ্রহ' জানিতে হইবে।।৭০।।

যেরূপ রাঘব রামচন্দ্র ও যাদব কৃষ্ণে বস্তুগত অভেদ সত্ত্বেও লীলা-তারতম্যে নামের ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণাভিন্ন গৌরসুন্দরের সহিত নিত্যানন্দ বলদেবের লীলার ভেদ-নিবন্ধন সংজ্ঞার ভেদ দেখা যায়।।৭২।।

যাঁহারা সেই নিত্যানন্দের আনুগত্যে গৌরসুন্দরের সেবা-তৎপর হইয়া তাঁহার কথা কীর্তন করেন, তাঁহাদিগকে সবান্ধবে মহাপ্রভু বর দান করিয়া থাকেন।।৭৪।।

শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বের সর্বস্ব এবং চতুর্দশ ভুবনের প্রাণস্বরূপ। 'বিশ্বম্ভর' নামটী সংসারে বড়ই দুর্লভ। সেই বিশ্বম্ভরই শ্রীচৈতন্য। শ্রীবিশ্বম্ভরের প্রিয়তম সেবক শ্রীনিত্যানন্দ চরণাশ্রয়-মহিমা-গানকারীও দুর্লভ। সকলের সেরূপ সৌভাগ্যের উদয়-সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই বিশ্বম্ভরনামের দুর্লভত্ব।।৭৫।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।